দৈনিক খোঁজখবর

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার

https://khonjkhobor.in

খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 7 • Date -7th Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা ৭ • তারিখ -২৩ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

কর্মীসভায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মদন মিত্র, বললেন—'৪০ শতাংশ চাকরি পেয়েছে তৃণমূল আমলে'

খোঁজখবর, নিজস্ব প্রতিনিধি, কামারহাটি : কামারহাটির নজরুল মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভায় দেখা গেল অস্বাভাবিক কম উপস্থিতি। আর সেখানেই ক্ষোভ উগরে দিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে দলের কর্মীদের একাংশকে হুশিয়ারি দিয়ে মদন মিত্র বলেন, "এবার একটা মিটিং ডাকতে বলব—কারা কারা মিটিংয়ে আসবেন না তার প্রতিযোগিতা করার জন্য। কেউ যদি মনে করেন মিটিং-এ আসবেন না, তাহলে কান খুলে শুনে রাখুন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দেন কামারহাটিতে তৃণমূলের দরজা বন্ধ, তাহলে তৃণমূল নেতাদের পায়ের তলায় পড়ে যাবেন সবাই।"

এই বক্তব্যের পরেই মদন মিত্র কার্যত বিস্ফোরক মন্তব্য করেন চাকরি নিয়ে। তিনি বলেন, "এই মিটিংয়ে যারা

উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে অন্তত ৪০ শতাংশ তৃণমূল সরকারের আমলে চাকরি পেয়েছেন।" রাজ্যজুড়ে যখন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল রাজনীতি, সেই আবহে মদন মিত্রের এই মন্তব্য ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর ওই বক্তব্যের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল কামারহাটির তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে দলেরই একাংশের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ খুলেন মদন মিত্র। তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কিডনী বিক্রি চক্রে এবার গ্রেপ্তার এক আইনজীবী

অলোক আচার্য, অশোকনগর : অশোকনগরে কিডনি বিক্রি চক্রে বেআইনিভাবে নথি তৈরি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার এবার এক আইনজীবী। বাঁশদ্রোণীর বাসিন্দা প্রদীপ কুমার বর নামে আইনজীবীকে অশোকনগর থানায় দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। আলিপুর আদালতের

ক্রিমিনাল বাড়ে আইনজীবী হিসেবে ছিলেন প্রদীপ। এর আগে অশোকনগর থেকে কিডনি বিক্রি চক্রে কয়েক মাস আগে গ্রেফতার করা হয় অমিত জানা ,মৌসুমী সরদার, গৌরাঙ্গ সরদার, পিয়ালী দে ও বিকাশ ঘোষ নামে পাঁচজনকে। তারা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে আইনজীবীর সন্ধান পায় পুলিশ। চলতি জুন মাসের তিন তারিখ তাকে নোটিশ দিয়ে থানায় আসতে বলা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে অশোকনগর থানায় আইনজীবী আসেন এরপর তাকে দীর্ঘক্ষন জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্তকারীদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিতে পারায় তাকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ধৃতকে আট দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে শুক্রবার বারাসাত আদালতে হাজির করা হয়। অশোকনগর থানার তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছে কিডনি পাচার চক্রে আর কারা জড়িত আছে তাদের সকলকেই গ্রেফতার করা হবে। ধৃত আইনজীবীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা তছরুপে ইডির তদন্ত, মানি লন্ডারিংয়ের সম্ভাবনায় নজরে ঠিকাদার ও ব্যাঙ্ক কর্মীরা

খোঁজখবর ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির ঘটনায় এবার তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে শুরু হয়েছে এই তদন্ত। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছে প্রয়োজনীয় নথি তলব করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান বড়বাজার এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্সড ডিপোজিট (FD) ভেঙে প্রায় ১ কোটি ৯৩ হাজার ৮৭৬ টাকা তুলে নেওয়া হয়, যদিও সেই FD-এর মেয়াদ তখনও শেষ হয়নি। চাঞ্চল্যকর ভাবে দেখা যায়, তুলে নেওয়া পুরো অর্থ জমা পড়ে এক ঠিকাদারের অ্যাকাউন্টে।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করে, তারা এমন কোনো টাকা তোলার আবেদন ব্যাঙ্কের কাছে করেনি। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

তদন্তে নেমে প্রথমে এক বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলা পুলিশ। পরে দায়িত্ব নেয় রাজ্য সিআইডি। কিন্তু অভিযোগ, দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও মূল অভিযুক্ত ভক্ত মণ্ডল এখনও অধরা। এমনকি মামলার অগ্রগতি নিয়েও ক্ষোভ ছিল বিস্তর। এই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-রেজিস্ট্রার দেবমাল্য ঘোষ কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন এবং সিআইডির তদন্তে অসন্তোষ জানিয়ে ইডির হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার আবেদন করেন। হাইকোর্ট সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এর পর তিন পাতায়

ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বার্তা আহমদ হাসান ইমরানের, জানালেন—আত্মত্যাগ, সহনশীলতা ও পরিচ্ছন্নতার বার্তা।

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, কলকাতা : ঈদ-উল-আযহা বা কুরবানি ঈদ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান এক বিশেষ বিবৃতিতে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এই উৎসব কেবল পশু কুরবানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এটি হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর আত্মত্যাগ, ঈমান ও আল্লাহ-প্রেমের গভীর প্রতিফলন।"

বিবৃতিতে তিনি বিশেষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্দেশে বলেন, কুরবানি যেন আল্লাহ-র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, তাতে যেন কোনো প্রদর্শন বা লোকদেখানো মনোভাব না

থাকে। এ ছাড়া তিনি কুরবানির সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, প্রতিবেশীদের সংবেদনশীলতার প্রতি খেয়াল রাখা এবং পরিবেশ দূষণ না করার বিষয়েও সচেতন থাকতে বলেন।

চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান আরও বলেন, "এই পবিত্র দিনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক সৌহার্দ্য রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর আত্মত্যাগের আদর্শকে অনুসরণ করে সকলের প্রীতি ও ভালোবাসা অর্জনের মধ্য দিয়েই ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব।" তিনি সমাজের ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং মুরুব্বিদের এই বিষয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কুরবানির তাৎপর্য এবং সামাজিকভাবে এর সঠিক অনুশীলন যেন একে পরিপূর্ণ করে তোলে—সেদিকেই জোর দিয়েছেন তিনি।

সবশেষে তিনি রাজ্যবাসীকে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "আসুন, এই ঈদে আমরা শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির পথে অগ্রসর হই।"

বর্ষা আসার আগেই দামোদর নদীতে বেআইনি বালি তোলার ধুম, 'সেটিং সিস্টেমে' রমরমিয়ে চলছে বালি পাচার

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা ,গলসি:- বর্ষা আসতে এখনো কয়েকদিন বাকি। তবে তার আগেই পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি থানার গোহগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন দামোদর নদী এলাকায় বেআইনি বালি তোলার অভিযোগ ঘিরে উত্তাল স্থানীয় মহল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কিছু স্থানীয় বালি মাফিয়া দাপটের সঙ্গে নদী থেকে বালি তুলে রাস্তার ধারে ও

গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মজুত করছে। সোজা ঘাট, বোম ঘাট, টেনি যাদবের ঢাল, নন্দীর ঢাল, তাহেরপুর, দাতপুর, শিকারপুর, সোন্দা ভাঙা—এই সমস্ত এলাকায় প্রতিদিন রাতভর চলে বালি তোলার কাজ। নদী থেকে তোলা বালি দিনের আলো ফোটার আগেই রাস্তার ধারে জড়ো করে রাখা হচ্ছে বিভিন্ন 'কাঁটা' (ওয়ে ব্রিজ) ও ঘাটের আশপাশে। অভিযোগ, এরপর সেই বালি ট্রাক্টর ও লরি দিয়ে চড়া দামে পাচার করা হচ্ছে বাইরে।

যদিও কিছুদিন আগে গলসি থানার পুলিশ এর পর তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

কালের গর্ভে হারাতে বসা এক অমৃত: তালের শাঁস

গ্রীষ্মের দুপুরে তাল গাছের শীতল ছায়া আর ক্লান্ত শরীরে জুড়িয়ে যাওয়া মিষ্টি রসালো তালের শাঁসের স্বাদ—এক সময়ের গ্রামীণ বাংলার অতি পরিচিত দৃশ্যপট আজ বড়ই ফিকে। নগরায়ণের দাপটে আর অপরিকল্পিত উন্নয়নে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে তাল গাছ, আর সেই সাথে কালের গর্ভে তলিয়ে যেতে বসেছে এক সময়ের সহজলভ্য অমৃত ফল তালের শাঁস।

একসময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দাবদাহে যখন প্রকৃতি রুক্ষ মূর্তি ধারণ করত, তখন গ্রামের পথে প্রান্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা তাল গাছগুলো ছিল পরম শান্তির আশ্রয়। গাছ থেকে কচি তাল কেটে এনে দল বেঁধে গাছের নিচে বসে শাঁসতাল খাওয়ার আসর বসত, যা আজ কেবলই স্মৃতি। তবে খুব অল্প মাত্রায় হলেও পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনো পথে প্রান্তরে চোখে পড়ছে শাঁসতাল বিক্রি হতে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি , নিমো, রসুলপুর সহ বিভিন্ন প্রান্তে এখনও অল্প পরিমাণে হলেও চোখে পড়ছে তালশাঁস বিক্রি হতে।

এদিন সরেজমিনে মেমরি এলাকায় দেখা যায়, রাস্তার ধারে বসে তালশাঁস বিক্রি করছেন কয়েকজন বিক্রেতা। তাদের একজন জানালেন, “এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই এই তালের শাঁসের স্বাদ জানে না। তবে যারা জানে, তারা এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছে।”
অন্য এক বিক্রেতা জানান, “এখন শাঁসযুক্ত তাল প্রতি পিস দশ টাকা দরে বিক্রি করছি, মোটামুটি বিক্রি হচ্ছে।”

স্মৃতির পাতায় আজও অমলিন তালের পিঠে, তালের বড়া, পাকা তালের মিষ্টি গন্ধ কিংবা এময়ের তালশাঁস। কিন্তু আজ কোথায় সেই অবাধে বিস্তৃত তাল গাছের সারি? যা আছে তার সংখ্যা টা অনেকটাই কম। পুকুর পাড়, রাস্তার ধার কিংবা মাঠের আলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গাছগুলো আজ বড় অসহায়। আর তার সাথেই যেন হারিয়ে যাচ্ছে সেই স্বাদ, সেই স্মৃতি, সেই ঐতিহ্য – তালের শাঁস।

হয়তো আগামী প্রজন্মের শিশুরা রূপকথার গল্পে কিংবা পুরনো দিনের ছবিতে দেখবে এই ফলটিকে। তারা হয়তো জানবেও না গ্রীষ্মের দুপুরে তালের শাঁসের স্নিগ্ধতা কেমন। তাদের কাছে হয়তো বিদেশি ফলই একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠবে।
আসুন আমরা সবাই প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি . তাল গাছ বাঁচিয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচায়। যদি আমরা সকলে মিলে একটু সচেতন হই, একটু যত্ন নিই, তাহলে হয়তো কালের গর্ভে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি আমাদের প্রিয় তাল গাছ ও তালের শাঁসকে। ফিরিয়ে আনতে পারি সেই সোনালী দিনের স্মৃতি।

আসুন, আমরা সকলে মিলে তাল গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিই। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করি প্রকৃতির এই মিষ্টি উপহার। কারণ, তাল শুধু একটি ফল নয়, তালের শাঁসের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শৈশবের আনন্দ, আমাদের মায়ের হাতের স্নেহ। এই স্মৃতিগুলো যেন কোনোদিন না হারায়।

বারুইপুরে আবগারি অফিসের পাশে প্রকাশ্যে পুকুর ভরাট চলছে

খোঁজখবর, বারুইপুর : রাজ্যে আনাচে কানাচে পুকুর ভরাটের কাজ চলছে রমরমিয়ে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে চলছে এই বেআইনি ভরাটের কাজ।এবারবারুইপুর আমতলা রাস্তার ধারে একেবারে টিন দিয়ে ঘিরে নিয়ে সাদা বালি ফেলে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পি ডবলু ডি এর দেওয়া রাস্তার পাশে গার্ডরেল ভেঙে এই কাজ হচ্ছে এমনই অভিযোগ।খোদ বারুইপুর কলেজের পাশেই বারুইপুর সার্কেল এর আবগারি দপ্তরের অফিসের পাঁচিল ঘেঁষে দেওয়া হয়েছে টিন।রাতের অন্ধকারে ও সকালে সাদা বালি এনে ফেলা হচ্ছে এই টিনের ঘেরা অংশের পুকুরে। এই ভাবে পুকুর ভরাট কে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বারুইপুরের হরিহরপুর পঞ্চায়েতের কেয়াতলা এলাকায় চলছে এই বেআইনি কাজ।এই এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এর আগেও কল্যাণপুর পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর ভরাট হলেও কোনোও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুকুর ভরাট করেই আবাসন, বালি সিমেন্টের কারখানা গড়ে উঠেছিল। এদিকে, এই প্রসঙ্গে বাড়ির মালিকের কাছে জানতে চাওয়া হলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন তাঁরা কিছু জানেন না। পাশাপাশি হরিহরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কমল মিত্র বলেন, এটা শালী রেকর্ড জমি। পুকুর ভরাট হচ্ছে না। তবুও খতিয়ে দেখা হবে। রেকর্ডে পুকুর থাকলে বন্ধ করে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত অন্যায় কাজ বরদাস্ত করবে না।

মৎস্যজীবিদের সুরক্ষায় এবার ইসরো প্রযুক্তির ব্যবহার কাকদ্বীপে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : এবার মৎস্যজীবিদের সুরক্ষায় এগিয়ে এলো সরকার।গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় ISRO-র প্রযুক্তির ব্যবহারের কাজ শুরু কাকদ্বীপের ট্রলারে।মৎস্য দপ্তরের তরফে সম্পূর্ণ নিখরচায় এই ডিভাইস লাগানো হচ্ছে ট্রলারে।মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা মজবুত করতে এই বিশেষ উদ্যোগ। কাকদ্বীপ মহকুমার বিভিন্ন ট্রলারে লাগানো হচ্ছে ইসরোর প্রযুক্তি নির্ভর ট্রান্সপন্ডার ডিভাইস। এটি স্যাটেলাইট বেসড মেরি টাইম সেফটি সিস্টেম। এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে থাকার সময়ে যে কোনও বিপদের সংকেত পাঠানো যাবে উপকূলে। যেখানে সাধারণ মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না সেখানে ইসরোর এই ডিভাইস বিশেষ ভাবে কাজ করতে সক্ষম। মৎস্য দপ্তরের তরফে সম্পূর্ণ নিখরচায় এই ডিভাইস লাগানো হচ্ছে ট্রলারে।জানা গিয়েছে, ইসরোর এই আধুনিক যন্ত্র কেবলমাত্র মৎস্যজীবীদের জন্যই নয়, দেশের সুরক্ষাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।যদি প্রতিবেশী দেশের কেউ ভারতীয় জলসীমায় ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে আগে থেকেই সতর্কবার্তা পাঠাবে এই ডিভাইস।তবে এই ডিভাইস ট্রলারে লাগানোর জন্য মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সরকারি নথি জমা দিতে হবে মৎস্য দপ্তরের একটি নির্দিষ্ট পোর্টালে।শুধু তাই নয়, সমুদ্রে কোথায় মাছের ঝাঁক রয়েছে, তাও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এই যন্ত্রের মাধ্যমে। আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে কাকদ্বীপ মহকুমায় ৩০০টি ট্রলারে বসানো হচ্ছে এই ডিভাইস। পরবর্তীতে অন্যান্য ট্রলারেও এই যন্ত্র লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে মৎস্য দপ্তরের।এই ডিভাইস লাগানোর কাজে নিযুক্ত কর্মী প্রীতম পাণ্ডা বলেন,এই ডিভাইস সম্পূর্ণ স্যাটেলাইট নির্ভর। সমুদ্রের যে কোনও প্রান্ত থেকে এই যন্ত্র ব্যবহার করে ডাঙায় বা উপকূলে সংকেত পাঠানো সম্ভব হবে।কাকদ্বীপের এক মাঝি বলেন,আগে বিপদের সময় কার ও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম না। এখন সেটা সম্ভব হবে।মৎস্যজীবীরা জানান, এই প্রযুক্তি থাকলে গভীর সমুদ্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সম্ভাবনাও কমবে।মৎস্যজীবি সংগঠনের সভাপতি তথা ট্রলার মালিক সতিনাথ পাত্র বলেন,এই ডিভাইসের মাধ্যমে দু মুখী প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ করা সম্ভব। গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীরা বিপদের মুখোমুখি হলে যেমন উপকূলে সংকেত পাঠাতে পারবেন, তেমনই সরকারের তরফেও কোনও বার্তা ট্রলারে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এই ডিভাইসের ব্যবহার শুরু হলে গভীর সমুদ্রে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবেন মৎস্যজীবী এবং মাঝিরা।আর সরকারের এই উদ্যোগে দুর্ঘটনা ও কমবে।

গুসকরা রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের কর্মী সম্মেলন

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়,আউশগ্রাম,৬ জুন - গুসকরা রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের কর্মী সম্মেলন।ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থার ‘লাইফ লাইন’ হলো রেলপথ। এইপথে সবচেয়ে কম খরচে ও আরামদায়কভাবে প্রতিদিন কোটি কোটি যাত্রী যাতায়াত করেন - কেউ যায় স্বল্প দূরত্বে, কেউবা দীর্ঘ। দূরত্ব যাইহোক, যাত্রীদের খাদ্য থেকে শুরু করে পানীয়, গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিস সহ বিভিন্ন ধরনের চাহিদা যারা মিটিয়ে থাকেন তাদের বলা হয় হকার। কেউ চলন্ত ট্রেনে, কেউ প্ল্যাটফর্মে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করে সৎভাবে জীবিকা অর্জন করেন। এদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত আছেন। তীব্র বেকার সমস্যার যুগে ট্রেনে হকারির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করলেও প্রায়শই তাদের নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।এদিন রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের সামনে সেই সমস্যা ফুটে উঠল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের গুসকরা শাখার উদ্যোগে গুসকরা পৌরলজে আয়োজিত ‘কর্মী সম্মেলন’ -এ। এদিন হকারদের পক্ষ থেকেও তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে সেগুলি সমাধানের জন্য দলীয় নেতৃত্বের কাছে আবেদন করা হয়।কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার, আউসগ্রাম-১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অরূপ সরকার, জেলা তৃণমূল নেত্রী মল্লিকা চোংদার,পৌরপ্রধান কুশল মুখার্জ্জী, শহর তৃণমূল সভাপতি দেবব্রত শ্যাম, যুব সভাপতি কার্তিক পাঁজা ও , শহর মহিলা সভানেত্রী নন্দিতা গাঙ্গুলি, আইএনটিটিউসির পৌর কর্মচারী গুসকরা শাখার সম্পাদক প্রবীর দাস ও রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের গুসকরা শাখার সভাপতি অরুণ সাউ সহ জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব, রামকৃষ্ণ দাস সহ গুসকরার একাধিক রেলওয়ে হকার এবং কাউন্সিলা।

পুরপ্রধান কুশল মুখার্জ্জী বলেন, হকারদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। ওরা আমাদের বাড়ির সন্তান। সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই আমরা উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করব। আমাদের আশা সবার প্রচেষ্টায় অবশ্যই সমস্যার সমাধান হবে।
তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অরুণ সাউ বললেন, আশাকরি আমাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উচ্চ নেতৃত্ব যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
স্থানীয় বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের ইতিহাসের পাশাপাশি হকারদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং নির্দিষ্ট ফোরামে সেগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন।

ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু! বকরীদের আগে বিষাদের ছায়া!

বকরীদের উৎসবের আগেই নেমে এলো গভীর শোকের ছায়া। স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি রেলস্টেশনে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মৃতার নাম আনিস বেগম (বয়স আনুমানিক ৩০)। তাঁর বাড়ি জামালপুরের সুরেকালনায়। ঈদ-উল-আযাহ উদযাপন করতে পরিবার নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন বাঁশবেড়িয়া বাপের বাড়ি। সেই সময় মেমারি রেলস্টেশনে আপ শিয়ালদা-বালিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে মেমারি রেলস্টেশনে দ্রুত পৌঁছায় জিআরপি ও আরপিএফ আধিকারিকরা। তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান।

আনিস বেগমের আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্বামী নিজাম কুরেশী ও সন্তানেরা। উৎসবের মুখে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার ও এলাকাবাসী।

ঈদ উল আযহা উপলক্ষে এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে কীর্ণাহার থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের রুট মার্চ

খোঁজখবর , কার্তিক ভাণ্ডারী, বীরভূম:- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঈদ-উল-আযহা উৎসব সেই উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ উৎসব পালন করতে এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখতে ও শান্তি পূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছে বীরভূম জেলা পুলিশ।

সেই মতো আজ অর্থাৎ শুক্রবার বিকেলে কীর্ণাহার থানা এলাকার পাটনিল,সাদিনগর,গোমাই,সরডাঙ্গা, নূরপুর গ্রামে করা হয় পুলিশের রুটমার্চ।রুটমার্চের পাশাপাশি এলাকার আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে ও শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে বিশেষ নজর দারিও চালানো হয়। এদিন বিকেল ৫টা ৪৭নাগাদ এমনটাই জানিয়েছে কীর্ণাহার থানার পুলিশ।

দামোদর নদীতে বেআইনি বালি তোলার ধুম

এক পাতার পর

অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর আটক করে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই অভিযান ক্ষণস্থায়ী ছিল। কয়েকদিন স্থিরতা থাকার পর ফের পুরোনো চিত্র ফিরে এসেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, প্রতিদিনই নদী থেকে ট্রাক্টর বালি তোলে এবং রাস্তার ধারে জোর করে জেসিবি মেশিন দিয়ে লরিতে তা লোড করে পাচার করা হচ্ছে। পুলিশের মাঝে মাঝে অভিযান চালালেও, ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর থেকে কার্যত কোনো কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ায় মাফিয়ারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

সূত্র মারফত জানা গেছে, পুরো চক্রটি একটি 'সিস্টেম'-এর মাধ্যমে চলছে। গলসি থানা ও বিএলআরও অফিসের সামনেই দিনের শুরু থেকে সারারাত পর্যন্ত কিছু লোক 'লোকেশন পার্টি' হিসেবে সক্রিয় থাকে। এই লোকেরা ঠিক নজর রাখে কোন অফিসার কখন কোথায় যাচ্ছেন। সেই খবর মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে বালি মাফিয়াদের কাছে। ফলে পুলিশ বা প্রশাসনের অভিযান শুরুর আগেই সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে মেশিন ও বালি বোঝাই গাড়িগুলি। স্বাভাবিকভাবেই, প্রশাসনিক অভিযান অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে।

এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, প্রশাসনের ইচ্ছা থাকলে এই অবৈধ কারবার রোধ করা কঠিন নয়। অথচ বালি ভর্তি ট্রাক্টর প্রতিদিন থানার সামনের রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করছে, অথচ সেগুলিকে আটকানো হচ্ছে না। এমনকি এই গাড়িগুলোর বৈধ কাগজপত্র আদৌ আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে না।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, অধিকাংশ ট্রাক্টরেরই কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই। ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ভুক্তভোগী পরিবার সরকারি বা বীমার তরফ থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে না। এখন দেখার, প্রশাসন ও ভূমি দফতর কবে এই বেআইনি বালি চক্রের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

খোঁজখবর, কাটোয়া,: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে আজ কাটোয়া মহকুমায় ২০২৫ সালের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা বোর্ড এবং JEE (Advanced) পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হলো। এই অনুষ্ঠানে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করা কৃতিদের সম্মানিত করা হয়। সংবর্ধিতদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাটোয়ার দেবদত্তা মাঝি, যিনি উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫-এ রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান এবং JEE (Advanced)-এ ১৬তম সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক অর্জন করেছেন। এছাড়াও সমুদ্র সরকার JEE (Advanced)-এ ২৭তম সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক লাভ করেন। কৃতী শিক্ষার্থীদের তালিকায় আরও ছিলেন ঋদ্ধিৎ পাল, যিনি উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫-এ রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন এবং মাধ্যমিক ২০২৫-এ

চতুর্থ স্থান অর্জনকারী মহম্মদ সেলিম। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) শ্রী রাজিব কুমার, IPS, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, কাটোয়া, শ্রী কাশীনাথ মিস্ত্রি এবং কাটোয়া, মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকবৃন্দ। এছাড়াও এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এবং কাটোয়া পৌরসভার পৌরপিতা শ্রী সমীর সাহা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়েছে।

ভাঙড়ে মানবিক পুলিশ
রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ভবঘুরের চিকিৎসা করালো পুলিশ

খোঁজখবর , ভাঙড় ঃ বাঁ পায়ে হাঁটুর নিচে বড় সড় এক ক্ষত চিহ্ন। পুরানো কাটা ছেঁড়া অংশ দগদগে ঘায়ে পরিণত হয়েছে। সেখান দিয়ে লাগাতার পুঁজ, বদ রক্ত ঝরছে। লোকজন দেখলেও নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন। এমন অসহায় অজ্ঞাতপরিচয় অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে অবশ্য এগিয়ে গেল ভাঙড় থানার টহলদারি ভ্যান। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ওই অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাসন্তী রাজ্য সড়কের নলমুড়িতে পড়েছিল বছর ষাটের এক অসুস্থ বৃদ্ধ। ভাঙড় থানার পিএসআই সেখ সহিদুল খবর পেয়ে বুধবার বিকাল তিনটে নাগাদ ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে স্থানীয় নলমুড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তিকে কলকাতায় নিয়ে যায়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় ওই ব্যক্তির চিকিৎসা ও পরিচর্যা শুরু হয়। টানা ন'ঘন্টার বেশি সময় ধরে একজন নতুন অফিসার যেভাবে কাজ করেছেন তাতে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। পুলিশ ওই ব্যক্তির নাম, পরিচয় জেনে তাঁকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভাঙড় ডিভিশনের এক কর্তা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা তছরুপ

এক পাতার পর

তদন্তের নির্দেশ দেয়। ইতিমধ্যেই ইডি চিহ্নিত করেছে, এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১০ জন কর্মী ও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের ৩ জন অফিসার যুক্ত থাকতে পারেন। তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা ও আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কীভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে থাকা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হলো, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তৎপর ইডি।

বারুইপুরে এক মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর : বাঁশবাগানে গলার নলি কাটা অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বারুইপুরে শুক্রবার।ঐ মহিলার দেহের পাশ থেকে আশংকাজনক অবস্থায় এক পুরুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার শংকরপুর ২ নং পঞ্চায়েতের কেশবপুরে। এলাকার লোকজন দেহ দেখে বারুইপুর থানার পুলিস কে খবর দেয়। পুলিস এলাকায় এসে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুজনের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিস।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়

অপরাধ মূলক কার্যকলাপে কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ

অলোক আচার্য, এয়ারপোর্ট : এলাকায় অপরাধ মূলক কার্যকলাপ করার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করছিল কুখ্যাত দুষ্কৃতি সুদীপ্ত দে ওরফে কানাই। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাসিন্দা কানাইয়ের বিরুদ্ধে একাধিক থানায় অভিযোগ রয়েছে। এয়ারপোর্ট থানাতেও অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ গঙ্গানগর এলাকা থেকে কানাইকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, অপরাধ মূলক কার্যকলাপ করার উদ্দেশ্যে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল কানাই। সূত্র মারফত সেই খবর পেয়েই তাকে

গঙ্গানগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউণ্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয় পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে আরো জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে বলে জানিয়েছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। ধৃত কানাইয়ের বিরুদ্ধে একাধিক থানায় অভিযোগ রয়েছে।

সল্টলেকে গ্রীন বেঙ্গল সামিট ২০২৫ উদ্বোধন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

অলোক আচার্য, সল্টলেক : শুক্রবার সল্টলেকে অনুষ্ঠিত হলো ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (IGBC), কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (CII) উদ্যোগে গ্রিন বেঙ্গল সামিট ২০২৫। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ সহ ছয়টি দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সোলার প্যানেল বসানো নিয়ে মন্ত্রী বলেন আমাদের যে কাজটা করতে হবে শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্য সীমিত নয়। ভবিষ্যতে যেন আমরা বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজগুলো করতে হবে।গ্রীন বিল্ডিং সামিট এর লক্ষ হল বিল্ডিং যাতে গ্রীন হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সবুজ যৌবনের প্রতীক। সবুজ টা যৌবনের মধ্যে থাকুক। চিরন্তন হোক। যাতে রূপ টপ এবং অন্যান্য জায়গায় আলোচনা, ভাবনা চিন্তা করে নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আমরা যেন বাসযোগ্য পৃথিবীটা গড়ে তুলতে

পারি। দায়িত্ব পালন করতে পারি। এই ভাবনাটিকে বাস্তবায়িত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় মানুষের পাশে থাকার যে অঙ্গীকার করেছেন। বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করতে না পারি, অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় না। বাস্তবে রূপ দিতে হবে এটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। তিনি সবসময় মানুষের পাশে থেকে দাড়িয়ে কাজ করেন। বেঙ্গল সামিটে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মানুষ রা এসে রাজ্যের কত প্রশংসা করলেন। বিভিন্ন আঙিনায় এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম সারিতে আছি। এই ভাবনা ভেবে বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রাইভেট পাবলিক সেকটরকে একসাথে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত ভাবেই বিশ্বাস করেন প্রাভেট সেকটর সরকারের একটা অংশ। ছিলেন ধর্মেন্দ্র রাই, সুশিল মোহতা, অজিত কুমার ছোড়দিয়া, দেবাশিস দত্ত সহ অন্যান্য রা।

স্কুলব্যাগে তাজা বোমা! বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

খোঁজখবর, পূর্ব বর্ধমান:-শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে বোমা উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। জামালপুর থানার অন্তর্গত অমরপুর বিমলা কৃষি বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত স্থানে একটি স্কুলব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় মোট ৯টি তাজা বোমা।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামালপুর থানার পুলিশ। পরে বর্ধমান থেকে বম্ব স্কোয়াডের একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ও বোম স্কোয়াডের তত্ত্বাবধানে বোমাগুলি নিয়ে যাওয়া হয় জামালপুরের অমরপুর সংলগ্ন বেগরপুর এলাকার দামোদর নদের চরে, সেখানেই বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

বোমা নিষ্ক্রিয়করণ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ, বোম স্কোয়াডের আধিকারিক, স্বাস্থ্য দপ্তরেরপ্রতিনিধিরাওদমকলবাহিনী।

কে বা কারা ওই স্কুলব্যাগে বোমাগুলি রেখে গিয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জামালপুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়ে গভীর তদন্ত চলছে এবং সমস্ত সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

দ্যা বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নতুন শাখা উদ্বোধন

অত্রি চক্রবর্তী, পূর্বস্থলী: দ্যা বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ৪৩ তম শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া বাজারে এদিন শুক্রবার বিকেলে। এদিনের এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কাটোয়া বিধানসভার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, জেলাশাসক আয়েশা রাণী এ সহ বিশিষ্ট জনেরা। বর্ধমান সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক মূলত বর্ধমান পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান নিয়ে কাজ করেন। মূলত এই দুটি জেলাতে কৃষি লোন বেশির ভাগটাই তারাই দিয়ে থাকেন। কৃষক লোন, পার্সোনাল লোন, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, টাকা জমা ও তোলা সহ একাধিক ব্যাংকিং সেক্টরের যাবতীয় কাজকর্ম এই ব্যাংক থেকে হবে আগামী দিনে। সমুদ্রগড় এবং কাটোয়ার মাঝে এর আগে কোন শাখা ছিল না, এরপর পারুলিয়া এলাকায় শাখা হওয়ায় এই এলাকার মানুষদের বহু সুবিধা হবে।

স্ত্রীকে খুন করে নিজে গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা স্বামীর

স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে নিজে গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন স্বামী।

শুক্রবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুরের শঙ্করপুর ২ পঞ্চায়েতের কেশবপুর এলাকায়। একটি নির্জন বাঁশ বাগানের মধ্যে দুজনের দেহ পড়ে থাকতে দেখে এদিন পুলিশ কে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ এসে দুজনের দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে মহিলা কে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা, গুরুতর জখম স্বামীর চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থল থেকে ব্লেড উদ্ধার করেছে পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সাগিরা বিবি(২৯)। তার বাড়ি মন্দিরবাজার থানা এলাকার টেকপাজায়। জখম আসলাম মন্ডল শঙ্করপুর ১ পঞ্চায়েতের পূর্ব দাদপুর মণ্ডলপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

সগড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় ও সগড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
সম্পাদকীয় দপ্তর
1495 মাদুরদহ,কোলকাতা-700107
মোবাইল নাম্বার 9874641563

ARO Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India
Analysts, Research & Movement on
- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465